ওয়েসিস ফ্যাশন লি:(ইউনিট-২) কাশেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর।	দায়িত্বশীল ব্যাক্তি : বিভাগীয় প্রধান/ মহাব্যবস্হপক অনুমোদনের তারিখ : ১২/০৮/২০১৮ কার্যকর তারিখ : ১২/০৮/২০১৮

OFL-31

কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও পদ্ধতি

CHEMICALMANAGEMENT POLICY& PROCEDURE

১.১ উদ্দেশ্য (Purpose)ঃ

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেজাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, কোম্পানীর প্রচলিত বিধি বিধান, ক্রেতার বা বায়ারের আচরণ বিধির অনুসরন, বায়ার কর্তৃক বা অন্য কোন উপায়ে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ক্রয় বা ওয়াশিং, ডাইং, ফিনিশিং এর সকল পর্যায়ে এর ব্যবহার **নিষিদ্ধ করা এবং** কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব, কম ক্ষতিকর/ ঝুঁকিপূর্ণ, নিরাপদ কেমিক্যালের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবহারকারীদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা, কর্মক্ষেত্রের আশপাশের এবং এর বাইরের পরিবেশকে দূষণ ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করাই এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ।

১.২ লক্ষ্য(Target)ঃ

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন অবস্থাতেই যাতে বায়ারের অননুমোদিত বা নিষিদ্ধ কেমিক্যাল প্রবেশ করে করতে না পারে এবং সর্বদা পরিবেশ বান্ধব কেমিক্যাল ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া, যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষতিকর// ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার পরিহার করে কম ক্ষতিকর/ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করা ও সকল প্রকার ক্ষতিকর/ ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার হতে বিরত থাকার লক্ষ্যেই এ নীতিমালা প্রনীত।

১.৩ আইনের বিধান(Reference)ঃ

কোম্পানীর প্রচলিত বিধি বিধান,বিভিন্ন বায়ারের আপডেটেট MRSL /RSL অনুসরন, বিভিন্ন খ্যাতনামা বায়ারের Restriction List অনুসরন এবং সর্বোপরি আপডেটেট ইমপ্লিমেন্টেশন টুল কিট অনুসরন করে অত্র কারখানায় কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার করা হয়।

১.৪ অঙ্গীকার (Commitment) ঃ

জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজারডাস কেমিক্যাল-২০২০ মিশনকে সফল করার লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বায়ারের আপডেটেট MRSL/RSL অনুসরন এবংZDHC Manufacturing RestrictedSubstances List(MRSL) এর সকল নিয়ম-কানুন মেনে ZDHC Positive list ধারী প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে কেমিক্যাল ক্রয় ও যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসাকে লাভজনক নিরাপদ করা **ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ**। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সকলের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এরই প্রেক্ষিতে কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরনের শাধ্যেমে জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজারডাস কেমিক্যাল- ২০২০ মিশনকে সফল করার জন্য **ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ** এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ওয়েসিস ফ্যাশন লি:(ইউনিট-২) কাশেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর।	দায়িত্বশীল ব্যাক্তি : বিভাগীয় প্রধান/ মহাব্যবস্হপক অনুমোদনের তারিখ : ১২/০৮/২০১৮ কার্যকর তারিখ : ১২/০৮/২০১৮

১.৫ ক্যামিক্যাল ম্যাইেজমেন্ট নীতি (Chemical Management policy)ঃ

- কেমিক্যাল ম্যনেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার কেমিক্যাল ব্যবহার সংরক্ষন ও নির্গত করনের উপর জ্ঞান থাকতে হবে।
- কেমিক্যাল সংক্রান্ত বিপদ যা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর তা নিরুপন করতেহবে।
- কেমিক্যাল সেফটি ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করতে হবে।
- কেমিক্যাল রুম থেকে শুরু করে নির্গত করন পর্যন্ত প্রতি ধাপ নিরুপন ও তথ্য সংরক্ষন করতে হবে।
- কেমিক্যাল এর সর্বোত্তম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে ও নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটাতে হবে।

২.০ অর্গানাইজেশন/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**The organization/person responsible :**

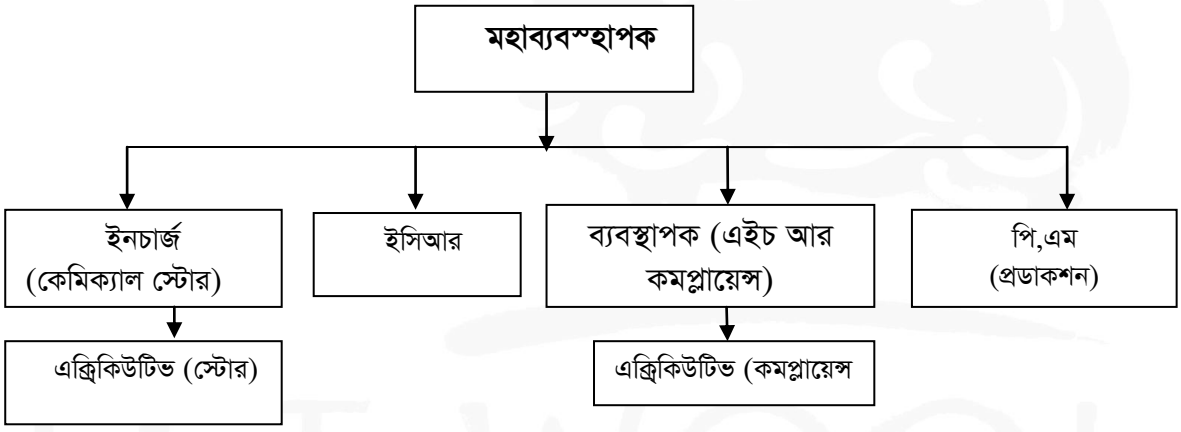

নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ক কমিটির দায়িত্ব ও কর্তৃব্যসমূহঃ

ফ্যাক্টরীতে নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সঠিকভাবে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

ক্র:নং	পদ	দায়িত্ব এবং কর্তব্য
০১	সভাপতি: মহাব্যবস্থাপক	কারখানার অভ্যন্তরে যদি এ নীতিমালা বাস্তবায়ন না হয় বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে মহাব্যবস্হাপক তা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার জন্য পদাধিকারী।
০২	সহ সভাপতি: ব্যবস্থাপক (প্রডাকশন)	কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল সরবরাহকারী,ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
০৩	সাংগঠনিক সম্পাদক : ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	কেমিক্যালের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরন। কারখানার কোথাও কোন অনিরাপদ কেমিক্যল ক্রয়ের কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ।
০৪	সদস্য: (ইনচার্জ-কেমিক্যাল স্টোর)	কেমিক্যাল সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, বায়ারের অনুমোদিত তালিকায় কেমিক্যাল ক্রয় নিশ্চিতকরণ, কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল প্রবেশের সময় কেমিক্যালের গুনগতমান ও সচেতনতামূলক ট্রেনিং

		এর আয়োজন করা।
০৫	সদস্যঃ ইসিআর	কেমিক্যাল সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, বায়ারের অনুমোদিত তালিকার কেমিক্যাল ক্রয় নিশ্চিতকরণ, কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল প্রবেশের সময় কেমিক্যালের গুনগতমান ও সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট চেককরণ, সচেতনতামূলক মিটিং ট্রেনিং এর আয়োজন করবেন।
০৬	সদস্য: এক্সিকিউটিভ (স্টোর)	কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল প্রবেশের পর কেমিক্যালের ধরন ও চরিত্র অনুযায়ী সঠিক তাপমাত্রায় আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা।
০৭	সদস্য: এক্সিকিউটিভ (কমপ্লায়েন্স)	কারখানার কোথাও কোন অনিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয়ের কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন মিটিং, ফ্লোর মনিটরিং, সচেতনতামূলক সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে অনিরাপদ কেমিক্যালের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা।

৩.১.কেমিক্যাল ব্যবহারঃ

০১.নিরাপদ কেমিক্যাল কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে কেমিক্যাল ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০২. সঠিক পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

০৩. কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।

০৪. কেমিক্যালের লেবেলিং, ক্ষতিকারক চিহ্ন, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, ব্যাচ নম্বর, লট নম্বর ইত্যাদি চেক করে কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।

০৫. ব্যবহারের পূর্বে এমএসডিএস থেকে কেমিক্যালের ক্ষতিকারক নির্দেশনা দেখে নিতে হবে।

০৬. কেমিক্যাল ব্যবহারের পর কেমিক্যালের পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।

০৭.FIFO (FIRST IN FIRST OUT) সিস্টেম অনুযায়ী কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।

০৮. কেমিক্যাল ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত ধৌত করতে হবে।

০৯. কেমিক্যাল পরিমাপের যন্ত্র নিয়মিত ক্যালিবারেশন করতে হবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০. প্রতিটি কেমিক্যাল বহনের জন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিটি পাত্রের গায়ে লেবেলিং ও ক্ষতিকারক চিহ্ন থাকতে হবে।

১১. কেমিক্যাল বিতণের ক্ষেত্রে অবশ্যই রেজিষ্টার মেইনটেন করতে হবে।

৩.২.কেমিক্যাল প্রয়োগঃ

০১. প্রডাকশন ষ্টাফদের কেমিক্যাল প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০২. কেমিক্যালের অপচয় রোধে ভালমানের কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।

০৩. প্রডাকশনে ব্যবহৃত মোট কেমিক্যালের হিসাব রাখতে হবে।

০৪. ব্যবহারের পূর্বে অন্য কেমিক্যালের সাথে মিশ্রণ রোধ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৩ কেমিক্যাল গুদামজাতকরণ ঃ

- কেমিক্যাল ষ্টোরটি অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমান আলো বাতাসসহ শুস্ক ও ঠান্ডা হওয়া উচিৎ। তাপমাত্রা ৩০° এর কাছাকাছি থাকতে হবে।
- আগুনের তাপ, আগুনের উৎস, অগ্নিস্ফুলিংগ, বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগ ইত্যাদি থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।
- কেমিক্যালের গুদামঘরে অবশ্যই ঢাকনা থাকবে (ছাদ থাকবে) এবং খোলা জায়গায় কেমিক্যালের গুদামঘর থাকবে না।
- সহজে দাহ্যকৃত কেমিক্যালের পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে এবং আগুনের উৎস থেকে দূরে রাখতে হবে এবং বিপরীত গুনধর্মী কেমিক্যাল অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে।
- ডিজেল, Engine লুব অয়েল ও মেশিন অয়েল ব্যবহারের স্থানে ধুমপান ও আগুনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ।
- উপযুক্ত সেকেন্ডারী কন্টেইনার ব্যবহার করতে হবে ।
- খালি কন্টেইনার ব্যবহারে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।
- কেমিক্যাল স্টোর সংরক্ষিত হতে হবে।
- কেমিক্যাল স্টোরে আই ওয়াশ থাকতে হবে।
- ধুমপান ও পানাহার নিষিদ্ধ সম্বলিত চিহ্ন (লিখিত আকারে ও প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত) কেমিক্যাল গুদামঘরে এবং কেমিক্যাল ব্যবহৃত স্থানে টানানো থাকবে।
- কেমিক্যাল কোন মুক্ত এলাকায় বা কোন ড্রেনে যাতে না পড়ে তা থেকে বিরত থাকতে হবে ।
- যদি ঝুকি না থাকে ছিদ্র বন্ধ কর ন । পরে যাওয়া স্থান হতে পাত্র সরিয়ে নিতে হবে । কেমিক্যাল ছড়িয়ে যাওয়া স্থান শুস্ক বস্তু দ্বারা পরিষ্কার করে নিতে হবে ।
- পারিপার্শ্বিক এলাকা মুক্ত রাখতে হবে । অপ্রয়োজনীয় ও অরক্ষিত ব্যাক্তির প্রবেশ থেকে বিরত রাখতে হবে ।

৩.৪.কেমিক্যাল বর্জ্যঃ

০১. রাসায়নিক বর্জ্য হ্রাস করণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০২. রাসায়নিক বর্জ্য অপসারন নীতিমালা অনুযায়ী বর্জ্য অপসারন করতে হবে।

০৩. রাসায়নিক বর্জ্য অপসারনের নির্ধারিত ব্যক্তি থাকতে হবে।

০৪. রাসায়নিক বর্জ্য নির্ধারিত জায়গায়, ক্ষতিকারক চিহ্ন , ঢাকনাসহ আলাদা রাখতে হবে।

০৫. রাসায়নিক বর্জ্যের জন্য নির্ধারিত জায়গা থাকতে হবে এবং সরাসরি সূর্যের আলো , বৃষ্টি এবং আগুনের উৎস যাতে পৌছাতে না পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

০৬. রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়মিত নিরাপদে কেমিক্যালের ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০৭. রাসায়নিক বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

০৮. বায়ারের চাহিদা / আইনানুযায়ী বর্জ্য অপসারন এবং পরিশোধন করতে হবে।

০৯. কেমিক্যাল ড্রামের অবশিষ্টাংশ ধৌত করে ইটিপি ড্রেনে ফেলতে হবে।

৩.৫ Chemical Transportation(কেমিক্যাল পরিবহন)ঃ

পাইপ লাইন, ফর্কলিফ্ট ,ট্রলি, হুইলবেরুস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবহন করতে হবে। কেমিক্যাল পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই এমএসডিএস ,লেবেল ভাল ভাবে দেখে নিতে হবে এব পিপিই , সেইফগার্ড ইত্যাদি পরিধান করতে হবে।
এছাড়া ও কেমিক্যাল পরিবহনের সময় নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি খেয়াল রাখতে হবে। যথাঃ

- ফর্কলিফ্ট ,ট্রলি, হুইলবেরুস ইত্যাদির মাধ্যমে কেমিক্যাল পরিবহনের সময় সংঘর্ষ বা কেমিক্যাল উপচে পড়া রোধ করার জন্য খেয়াল রাখতে হবে যেন রাস্তা পরিষ্কার ও মসৃণ থাকে।
- কনটেইনারে ঢাকনা ভাল ভাবে লগনো আছে কি না তা ভাল ভাবে দেখতে হবে।

- কেমিক্যাল পরিবহনের সময় দুর্ঘটনা এড়াতে ঝাকুনি পরিহার করতে হবে।
- ঝুকি পূর্ণ কেমিক্যাল পরিবহনের সময় কনটেইনার লিক আছে কি না তা ভাল ভাভে দেখে নিতে হবে।

3.6 Labeling (লেবেলিং)ঃ

রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ কারীর কাছ থেকে সকল রাসায়নিক পাত্রে কেমিক্যাল লেবেল নিশ্চিত করতে হবে এবং নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো কেমিক্যাল লেবেলে থাকতে হবে। যথাঃ

- রাসায়নিক পদার্থের নাম।
- সিএএস/ ইসি নাম্বার।
- রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ কারীর নাম।
- রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ কারীর যোগাযোগের তথ্য।
- ঝুকি ও নিরাপত্তা নির্দেশক।
- ব্যাচ তথ্য।
- ক্রয়ের তারিখ এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ।

৩.৪. জরুরী অবহিতকরণ পদ্ধতিঃ

০১. কারখানায় কেমিক্যাল দুর্ঘটনা এড়াতে জরুরী অবহিতকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতি থাকতে হবে।

০২. জরুরী অবহিতকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতি নথিভুক্ত ও সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

০৩. জরুরী অবহিতকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতিতে বহির্গমন পরিকল্পনা পদ্ধতি, জরুরী অবস্থা জ্ঞাত ও প্রতিক্রিয়া এবং যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে।

০৪. জরুরী অবহিতকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতি আপডেট করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৫ বিকল্প কেমিক্যালঃ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারখানার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও কেমিক্যালকে কম ঝুঁকপূর্ণ বা ঝুঁকি বিহীন কেমিক্যাল দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

Chemical Hazard Sign:

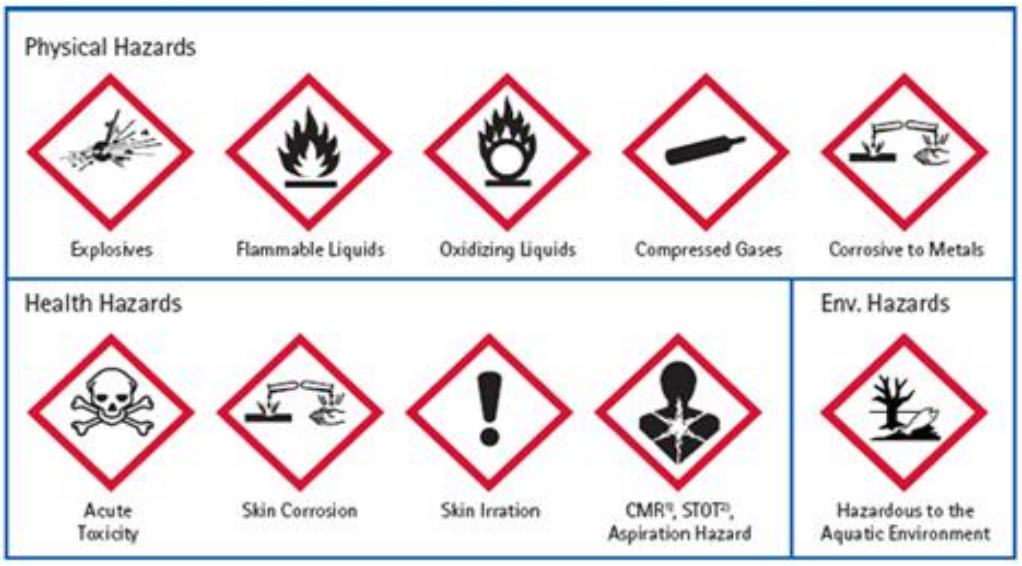

ওয়েসিস ফ্যাশন লি:(ইউনিট-২)

কাশেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি : বিভাগীয় প্রধান/ মহাব্যবস্হপক
অনুমোদনের তারিখ : ১২/০৮/২০১৮
কার্যকর তারিখ : ১২/০৮/২০১৮

Risk Assessment (ঝুকি নির্ধারণ) ঃ

একটি নিরাপদ ও সুস্থ কর্মস্থল বজায় রাখার জন্য কেমিক্যালের ঝুকি নিরূপন করতে হবে ।নিম্নে কেমিক্যা গুদামজাত করণ, পরিবহন ও ব্যবহার এর সময় সম্ভাব্য ঝুকি ও তার প্রতিকার ছবি সহ আলোকপাত করা হল-

কেমিক্যাল ব্যবহারে ঝুকি নিরুপন ও তার প্রতি কার

ঝুকির উৎস	সম্ভাব্য ঝুকি	প্রতিকার	চিত্র
কেমিক্যাল স্টোরেজ	বিপরীত ধর্মী কেমিক্যাল একত্র হলে বিক্রিয়ার ফলে আগুন লাগতে পরে।	বিপরীত ধর্মী কেমিক্যাল এর ড্রাম বা কন্টেইনার এমএসডিএস অনুসারে নির্ধারিত দূরত্বে রাখতে হবে।	
কেমিক্যাল ট্রান্সপোর্ট	ফর্কলিফট ,ট্রলি, হুইলবেরুস ইত্যাদির মাধ্যমে কেমিক্যাল পরিবহনের সময় সংঘর্ষ বা কেমিক্যাল উপচে পড়ে পরিবেশ দূষন বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।	ফর্কলিফট ,ট্রলি, হুইলবেরুস ইত্যাদির মাধ্যমে কেমিক্যাল পরিবহনের সময় সংঘর্ষ বা কেমিক্যাল উপচে পড়া রোধ করার জন্য খেয়াল রাখতে হবে যেন রাস্তা পরিষ্কার ও মসৃণ থাকে।	
কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং	কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং অথা ব্যবহার করার সময় হাত,পা,চোখ ,মুখ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতি গ্রস্ত হতে পরে।	ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সেইফটি বুট, হ্যান্ড গ্লোভস, গগলস, এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।	
ডাইং লাব	কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং অথা ব্যবহার করার সময় হাত,পা,চোখ ,মুখ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতি গ্রস্ত হতে পরে।	আত্তরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা যথাযথ পিপিই পরিধান করতে হবে।	
ক্যামিক্যাল ড্রাম বা কন্টেইনার লিকেজ	কেমিক্যাল ড্রাম বা কন্টেইনার লিকেজ হয়ে মাটি/ফ্লোর/ পরিবেশ দুষিত করতে পরে।	কেমিক্যাল ড্রাম বা কন্টেইনার এর নিচে সেকেন্ডারী কন্টেইনার ব্যবহার করতে হবে।	
ধুমপান বা খবার গ্রহন	কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং এর সময় ধুমপান বা খাবার গ্রহন করলে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে অথবা খাবারের সাথে পাকস্থলিতে কেমিক্যাল প্রবেশ করতে পারে।	কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং এর সময় ধুমপান বা খাবার গ্রহন থেকে বিরত থাকা।	
সাধারন	কেমিক্যাল ফ্লোরে পরে গেলে ফ্লোর পিচ্ছিল হতে পরে এতে করে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।	এজন্য প্রয়োজনীয় বুট পরিধান করা এবং যথা সম্ভব স্থান শুকনো রাখা।	
	কেমিক্যাল স্টোরেজ ও হ্যান্ডলিং এর নিরাপদ ব্যবহার জানা না থাকলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।	এমএসডিএস এবং লেবেল অনুসরন করে কেমিক্যাল ব্যবহার করা।	
	কেমিক্যাল স্টোরেজ ,হ্যান্ডলিং বা মিক্সিং এর সময় চোখ জ্বালা-পুড়া করতে পারে।	ইমারজেন্সী আই ওয়াশ শাওয়ার এর মাধ্যমে চোখে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে।	

ওয়েসিস ফ্যাশন লি:(ইউনিট-২) কাশেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর।	দায়িত্বশীল ব্যাক্তি : বিভাগীয় প্রধান/ মহাব্যবস্হপক অনুমোদনের তারিখ : ১২/০৮/২০১৮ কার্যকর তারিখ : ১২/০৮/২০১৮

রুটিন ও প্রসিডিউর

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বাস্তবায়নে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করে থাকেঃ

৪.১ বাস্তবায়ন রুটিন **(Implementation Routines)**

কার্যাবলী (কি)	কার্যপ্রনালী (কিভাবে)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি(কে)	কার্যকাল (কখন)	সময়সীমা
চাহিদাপত্র তৈরী করাঃ	কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বায়ারের চাহিদা মাফিক ষ্টাইল ও অর্ডারের বিপরীতে কোন কেমিক্যাল কি পরিমান তা উল্লেখ করে নিয়মিত ইনভেনটরি মাধ্যমে চাহিদা পত্র তৈরী করে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবে।	প্রডাকশন ম্যানেজার	কেমিক্যাল ক্রয়ের প্রয়োজন হলে।	প্রযোজ্য নয়।
কেমিক্যালের গুনগত গুনগতমান ও সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সঙগ্রহ করা।	যে কোন কেমিক্যাল ক্রয়ের আগে কেমিক্যালের অরিজিন্যাল GOTS,TDS, MSDS,REACH, Oeko-tex Standard, All Buyer's RSL Compliance certificate, Azo, Formaldehyde Free declaration certificate soft copy & hard copy নিশ্চিত করা এবং স্যাম্পল ও বাল্ক কেমিক্যাল ঢোকার পর ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর, ষ্টোর ম্যানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স অফিসার।	কারখানায় ক্রয়কৃত কেমিক্যাল প্রবেশের পরবর্তী সময়ে ।	প্রযোজ্য নয়।
RSLকর এর সাথে মিলিয়ে দেখা, MSDS, TDS সহ সকল কাগজপত্র ও কার্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	ফ্যাক্টরীতে কেমিক্যাল প্রবেশের পূর্বে কয়েকটি ধাপ অনুসরন করা হয়। প্রথমে কেমিক্যালের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন- এম,এস,ডি,এস, টি,ডি,এস ও গ্যারান্টি লেটার নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে কেমিক্যালটি বায়ার কর্তৃক নিষিদ্ধ কেমিক্যাল তালিকার অন্তর্গত কিনা তা নিশ্চিত করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত রিকুইজিশনের মাধ্যমে কেমিক্যাল ষ্টোর থেকে উত্তোলন করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর, কেমিক্যাল ষ্টোর ম্যানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স অফিসার, ফায়ার অফিসার।	কর্মকালীন সময়ে	সার্বক্ষনিক

	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কর্মরত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম কোম্পানীর পক্ষ সরবরাহ করা হয়। জরুরী আই ওয়াশ বেসিন ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র যথাস্থানে সংরক্ষণ করা হয়।			
অর্ডার প্লেসমেন্ট ও ফলো-আপ করা।	কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কেমিক্রাল অর্ডার করার জন্য সাপ্লাই চেইনকে অবগত করবে এবং সাপ্লাই চেইন অর্ডার গ্রহণ করবে। কেমিক্যাল ইন হাউজ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চেইন তা ফলো আপ করবে।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর, কেমিক্যাল ষ্টোর ম্যানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স অফিসার, ফায়ার অফিসার।	কেমিক্যাল ক্রয় কালীন সময়ে।	
কর্মীদের প্রশিক্ষণ	ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট অনুযায়ী কেমিক্যাল ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রমিক্ষণে কেমিক্যালের নাম, সরবরাহকারী কোম্পানীর নাম, ভৌত বৈশিষ্ট্য, সম্ভাব্য ক্ষতিকারক নির্দেশনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করনয়ি, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, ব্যবহার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।	কাম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স অফিসার	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষনিক
ই,টি,পি প্লান্ট	ওয়াশিং প্লান্টের কেমিক্যাল ই,টি,পি প্লান্ট দ্বারা পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশে ছাড়া হয়। পরিশোধিত পানির BSR Standard বজায় রাখা হয়।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর,	কর্মকালীন সময়ে	সার্বক্ষনিক
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	কেমিক্যাল কন্টেইনারের অবশিষ্ট কেমিক্যাল পানি দিয়ে ধুয়ে ই.টি.পি প্ল্যান্টে ফেলতে হবে। ই.টি.পি প্ল্যান্ট থেকে উৎপন্ন বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে মাটি চাপা দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই.সি.আর, এ্যাডমিন অফিসার।	কর্মকালীন সময়ে	কারখানায় নিজ ব্যবস্থাপনায় ছয়মাস সংরক্ষণ করার পর।

ওয়েসিস ফ্যাশন লি:(ইউনিট-২) কাশেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর।	দায়িত্বশীল ব্যাক্তি : বিভাগীয় প্রধান/ মহাব্যবস্হপক অনুমোদনের তারিখ : ১২/০৮/২০১৮ কার্যকর তারিখ : ১২/০৮/২০১৮

৪.২ যোগাযোগ রুটিন **(Communication Routine)**

কার্যাবলী	যোগাযোগ পদ্ধতি ও মাধ্যম	কে করবেন	কখন করবেন	সময়সীমা
অভ্যন্তরীণ টিমের/ পলিসি কার্যকরী দলের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়	সভার মাধ্যমে।	নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসিআর ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীণ টিম।	কেমিক্যাল ক্রয় পরবর্তী সময়ে পলিসি বাস্তবায়িত না হলে কিংবা কারখানার অভ্যন্তরে অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যবহারের কোন ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিক ভাবে।
মালিক/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ।	সভার মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে।	ম্যানেজার (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)	ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন ও ক্রয় পরবর্তী সময়ে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)	তাৎক্ষনিক ভাবে।
ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ	যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম। প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুণরায় আরও জোরদার করা হয়।	এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার, দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসিআর ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ। প্রয়োজনে ডিজিএম ও ম্যানেজার (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স) যোগযোগ করে থাকেন।	কেমিক্যাল ক্রয় পরবর্তী সময়ে পলিসি বাস্তবায়িত না হলে কিংবা কারখানার অভ্যন্তরে অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যবহারের কোন ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিক ভাবে। এছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগঃ	বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে অবহিত করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদেরকে অবহিত করার জন্য কারখানার নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশ টানানো আছে।	কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য রয়েছেন এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসিআর। প্রয়োজনে ম্যানেজার,ডিজিএম (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স) যোগযোগ করে থাকেন।	কর্মকালীন সময়ে ।	৪৫ মিনিট
নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগঃ	মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ।নবাগত শ্রমিকদের কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহারের জন্য কেমিক্যাল কিভাবে	ইসিআর, ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ ।	নিয়োগ প্রাপ্তির পরের দিন থেকে পরবর্তী (ছুটির দিন ব্যতীত) তিন দিন।	৪৫ মিনিট

	ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারের সময় আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কেমিক্যাল বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ ইত্যাদি বিষয়।			

৪.৩ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল রুটিন **(Feedback & Control Routine)**

কার্যাবলী	কার্যপদ্ধতি	কে করবেন	কখন করবেন
অভ্যন্তরীণ অডিট। অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়- ০১. চেক লিস্ট ০২. কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা	অডিট পরিচালনা করা হবে- ০১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ০২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ০৩. নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ০৪. চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, এমএসডিএস. টিডিএস, এসিড লাইসেন্স, রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট, ট্রেনিং ডকুমেন্ট, পিপিই ইস্যু ডকুমেন্ট, ফিডব্যাক ডকুমেন্টস্, ওয়েস্ট ওয়াটার টেষ্ট রিপোর্ট ,সরকারী অনুমোদন আছে কিনা তা চেক করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ডকুমেন্টস।	ইন্টারনাল অডিট টিম মেডিকেল অফিসার ইসিআর	অভ্যন্তরীণ অডিট প্রতিমাসে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর
প্রতিবেদন পেশ	- বায়ারের নিষিদ্ধ তালিকার বাইরে কেমিক্যাল ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে,কেমিক্যালের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, কারখানার কোথাও কোন নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ব্যবহারের কার্যক্রম পরিচালিত হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।, -সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন মিটিং, ফ্লোর মনিটরিং, সচেতনতামূলক সভা করতে হবে। - বায়ারের নিষিদ্ধ তালিকার বাইরে কেমিক্যাল ক্রয় করা হলে এর মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে/ এ ধরনের ক্রয় কার্যক্রম কি কারণে হল তা বের করতে হবে। - নিষিদ্ধ/ ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল যাতে ক্রয় করা না হয় সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ইন্টারনাল অডিটর/ দায়িতাবপ্রাপ্ত ইসিআর/ এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স	অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যকবহৃত হলে মতামত প্রদান/ গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরন করে দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
নিয়ন্ত্রণ	- কারখানার অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ/ ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল যাতে ক্রয়ের কারণগুলি উৎঘাটন করতে হবে। - একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা। - সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহারকে	নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ।	পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

	নিরুৎসাহিত করা হয়।		
সংস্কার / উপসম	এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং যদি কেমিক্যালের নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করণার্থে ব্যবস্থা জোরদার করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয় তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে তাতে পরিবর্তন আনতে পারবে।	নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে।

০৫. ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন(Implementation & Communication)ঃ

এই নীতিমালা প্রণয়ন, যোগাযোগ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রনালী রুটিন ও প্রসিডিউর অংশে আলোচিত হয়েছে।

০৬. ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (Feedback & Control) ঃ

৪.৩ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক অংশটি নিশ্চিত করে।

পরিশিষ্ট (Conclusion)ঃ

কারখানার সকলে এই নীতিমালা অনুযায়ী কেমিক্যাল ক্রয় করছে কিনা, বায়ারের কেমিক্যাল ক্রয়ের নির্দেশিকা অনুসরন করা হচ্ছে কিনা, স্টোরেজ পদ্ধতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা, আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার হচ্ছে কিনা, কেমিক্যাল ড্রামে যথাযথ লেবেলিং আছে কিনা এবং শূন্য ড্রাম ইটিপির মাধ্যম হয়ে সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি কারখানার অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ/ ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ক্রয় যাতে না হয় সেটি নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

প্রস্তুতকারী ঃ	নীতিমালা মূল্যায়ণ ও অনুমোদনের সুপারিশকারী ঃ	অনুমোদনকারী ঃ
ব্যবস্হাপক (এইচ আর এন্ড কমপ্রায়েন্স)	মহাব্যবস্হাপক	ব্যবস্হাপনা পরিচালক